দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

ব্যবসা বাড়ছে বোর্ডের গচ্চা শিক্ষার্থীদের

এম এইচ রবিন ●

কথায় আছে, 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'। প্রচলিত প্রবাদটি এখন সর্বাংশে সত্য পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। পাবলিক পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করে মেলে না প্রত্যাশিত ফল। আবেদন করে গচ্চা দিতে হয় পরীক্ষার্থীদের। এ ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে শিক্ষা বোর্ড। এর ফলে তাদের ব্যবসাও বাড়ছে।

শিক্ষার্থী ও বোর্ড কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী, ফেল থেকে পাস নয়, বরং পাস করেছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত জিপিএ পায়নি এমন আবেদন করেছে অনেক শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি আবেদন করে ইংরেজি ১ম পত্র; ইংরেজি ২য় পত্র; গণিত বিষয়ে। তুলনামূলক কম আবেদন জমা হয় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়; বাংলা ১ম পত্র; বাংলা ২য় পত্র; ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; রসায়ন; জীববিজ্ঞান; বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; ব্যবসায় উদ্যোগ; এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে উত্তর পত্র পুনর্নিরীক্ষণের। সন্তোষজনক ফল না হওয়ায় পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন বেড়েছে। সাধারণত দুই ধরনের শিক্ষার্থী ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করে– অকৃতকার্য এবং কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া। বোর্ড কর্মকর্তারা জানান, অকৃতকার্যদের চেয়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে তারপরও আবেদন করছে এমন শিক্ষার্থীও রয়েছে। কারণ কোনো একটি বা দুইটি বিষয়ে জিপিএ-৫ পায়নি সে বিষয়গুলোয় চ্যালেঞ্জ করছে অনেক শিক্ষার্থী। এসএসসিতে এ সংখ্যা আরও বেশি হয়। কারণ এ ফলের সঙ্গে একাদশ শ্রেণির বিষয়টি যুক্ত।

পাবলিক পরীক্ষায় ফল চ্যালেঞ্জ

এ বছর বরিশাল বোর্ডে যা হয়েছে তা রীতিমতো তুঘলকি কাণ্ড। একজন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর বোর্ড কর্তৃপক্ষের ঘুম ভেঙেছে। পরবর্তী সময়ে ফল যাচাই করে একটি বোর্ডে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ফেল থেকে পাস করেছে ১ হাজার ১৪১ জন। ফেল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯ জন। বোর্ড জানায়, প্রধান দুই পরীক্ষকের ভুলের কারণে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে 'খ' ও 'গ' সেটের নৈমিত্তিক উত্তরপত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। একই অবস্থা ছিল চট্টগ্রাম বোর্ডেও। গণিতের ফল নিয়ে শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্ট না হয়ে বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভের মুখে ১৯ মে নতুন করে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

ব্যবসা বাড়ছে বোর্ডের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ফল প্রকাশ করে এ বোর্ড। এতে গণিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে আরও ১ হাজার ১১৫ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে আরও ৮৩৬ জন।

পাবলিক পরীক্ষায় দিন-দিন পরীক্ষার্থীর সংখ্যার পাশাপাশি উত্তরপত্র মূল্যায়নের আবেদনের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না মূল্যায়ন পদ্ধতির। এতে অনেকটা প্রতারণার শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা এমন অভিযোগ অভিভাবকদের।

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফল পুনঃমূল্যায়ন কী? এই ধারণাই নেই তাদের। অভিভাবকদের ধারণা বোর্ড কর্তৃপক্ষ খাতা পুনঃমূল্যায়ন করে। কিন্তু আসলে এই প্রক্রিয়ায় বোর্ড থেকে যা করা হয় তা হলো– পুনঃনিরীক্ষণে মোট ৪টি দিক দেখা হয়। এগুলো হলো উত্তরপত্রে সব প্রশ্নের সঠিকভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে কিনা; প্রাপ্ত নম্বর গণনা ঠিক রয়েছে কিনা; প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর শিটে উত্তোলনে ভুল হয়েছে কিনা এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট ঠিক আছে কিনা; এসব।

এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষা পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দিন থেকে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের ফলে অসন্তুষ্টি থাকলে তা দূর করতে খাতা পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ দিয়ে থাকে যা 'ফল পুনঃমূল্যায়ন', 'পুনঃনিরীক্ষণ', 'পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জ', 'Re-scrutiny' ইত্যাদি নামে পরিচিত।

এক হিসেবে দেখা যায়, এ বছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ১ লাখ ১৫ হাজার ৯১৮টি উত্তরপত্রের আবেদনের বিপরীতে পুনঃনিরীক্ষণে ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮৯ হাজার ৭৫০ টাকা আয় করছে। অন্য বোর্ডগুলোর মোট উত্তরপত্রের তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রতিটি উত্তরপত্র যাচাইয়ের জন্য কেন ১২৫ টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়? এ বিষয়ে গতকাল আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, তিনি বোর্ডে নতুন এসেছেন। বিষয়টি পুরোপুরি জানেন না, এই টাকা কোথায় কোথায় খরচ হয়। তবে এই ফি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যৌক্তির হারে নেওয়ার বিষয়ে মত দেন তিনি।

আন্তঃশিক্ষাবোর্ডের তথ্যানুযায়ী, এ বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ লাখ ৪৫ হাজার ২০১ জন। পাস করেছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। প্রতিবছর খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। তিন বছরের তথ্যে দেখা যায়– ২০১৪ সালে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিলেন মাত্র ৪৩ হাজার ২২৫ জন। ২০১৫ সালে আবেদন করে ১ লাখ ২৯ হাজার ৩০১ জন। ২০১৬ সালে আবেদন করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ জন শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করেছে এক বিষয় উত্তরপত্র। দুই বিষয় উত্তরপত্রে আবেদনও করেছে অনেকে। প্রতিটি উত্তরপত্রের জন্য বোর্ড ফি নিয়েছে ১২৫ টাকা করে।